দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2 1 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতা

এমপিওভুক্তি স্থগিত ॥ ৩২০ স্কুল কলেজ মাদ্রাসার বেহাল অবস্থা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে দেশের ৩২০টি বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বেহাল অবস্থা বিরাজ করছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশের অনুমোদন দেয়ার পরও এমপিও (মাস্থলি) পে-অর্ডারভুক্তি স্থগিত করার ফলে এ অবস্থা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর সম্প্রতি 'ইনডেক্সধারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের জুন মাস হতে বকেয়া প্রদানের' যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাতে বহু শিক্ষক আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সূত্র জানায়, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম দিকে ১৯৯৬ সালের ১৭ এপ্রিল ও ২৭ এপ্রিল দু'টি পৃথক স্মারকের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের ৫১৯টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারী অংশের অনুমোদন দেয়। এর মধ্যে ১৯৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে যথাসময়ে বেতন-ভাতার সরকারী অংশ প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৯৯৬ সালের ২৬ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় অপর একটি স্মারকে ৩২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি স্থগিত করে। ফলে সরকারী অনুমোদন পাওয়া সত্ত্বেও এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক এ বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিষয়টির সুরাহা না করে ১৯৯৬ সালের ২ ডিসেম্বর ৭০৬টি সরকারী প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে সরকারী অনুদান গ্রহণের অনুমোদন দেয়া হয়। যথাসময়ে এসব প্রতিষ্ঠানকে বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু ৭০৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পুরনো ৩০২টি প্রতিষ্ঠানের নাম নেই এবং এসব প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তও দেয়া হয়নি।

সরকারী ইনডেক্সধারী কয়েকজন শিক্ষক সম্প্রতি জনকণ্ঠ কার্যালয়ে এসে জানিয়েছেন, 'ইনডেক্সধারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ১৯৯৭ সালের জুন মাস হতে বকেয়া প্রদানের' সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় সারা দেশের বহু শিক্ষক-কর্মচারী তাঁদের ন্যায্য পারিশ্রমিক হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। যে সকল শিক্ষক একটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকাকালে ইনডেক্সভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা অন্য এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিলে বকেয়া বেতন পূর্বতন প্রতিষ্ঠানে জমা হচ্ছে। বর্তমানে কর্মরত প্রতিষ্ঠানের অধীনে ইনডেক্স নিয়মিতকরণেই কয়েকমাস চলে যাচ্ছে। এসময় তাঁদের বিনাবেতনে কাজ করতে হচ্ছে; যদিও পূর্বতন প্রতিষ্ঠানে তাঁদের নামে জমা হওয়া বেতনের টাকা সরকারের কাছে ফেরত যাচ্ছে।